যুগান্তর

তারিখ . 05 DEC 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম.... 2......

শিক্ষাবর্ষ শুরুর বাকি ২৬ দিন

এখনও ১০ কোটি বই ছাপানো বাকি

যুগান্তর রিপোর্ট

আর মাত্র ২৬ দিন পর শুরু হবে নতুন শিক্ষাবর্ষ। রীতি অনুযায়ী বছরের প্রথমদিনই (১ জানুয়ারি) প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১০ কোটির বেশি বই ছাপানোর কাজ বাকি আছে। শুধু তাই নয়, প্রথমবারের মতো এবার নতুন বছরে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যবই বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অথচ এসব বইয়ের টেন্ডারই হচ্ছে আজ। এরপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে তা কার্যাদেশ দিলে ছাপা কাজ শুরু হবে। ফলে এসব বই যথাসময়ে বিতরণ করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বই ছাপার কাজের এমন পরিস্থিতিতে দুই মন্ত্রী দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকার মাতুয়াইলে দুটি প্রেস পরিদর্শনে যান। বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের অভিযানে নামার কথা আছে। প্রেস পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য যথাসময়েই পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পাঠ্যবই ইতিমধ্যে চলে গেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাকি বইও চলে যাবে।

১ জানুয়ারিই সব শিশু বই পাবে
শিক্ষামন্ত্রী

জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২টি বিনামূল্যের বই বিতরণ করা হয়েছিল। আর আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হচ্ছে। আগের বছরের তুলনায় এবার ২ কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ২৩৭টি বই ও শিক্ষা উপকরণ বেশি বিতরণ করা হবে। এসব বিনামূল্যের বই ছাপছে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এনসিটিবি, মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) সূত্র জানিয়েছে, বই ছাপা কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণেই দুই মন্ত্রী অভিযানে বের হয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী সন্ধ্যার পর এনসিটিবির বই ছাপা সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সদস্যরা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা, তারা নির্ধারিত প্রেসে যাচ্ছেন কিনা ইত্যাদি খোঁজখবর নিচ্ছেন। কেননা, প্রেসে নিয়মিত নজরদারি থাকলে কাজ বন্ধ থাকে না। এ প্রক্রিয়ায় মনিটরিং ছাড়া এবার কাজ উঠানো কঠিন হবে বলে মনে করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া মন্ত্রী রোজই বই ছাপার অগ্রগতি প্রতিবেদন নিচ্ছেন। তারপরও এবার ১ জানুয়ারি যথাসময় গোটা সেট বই শিশুদের হাতে তুলে দেয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।